অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রী
আবুল মাল আব্দুল মুহিত

বাণী

পরিবর্তনশীল বিশ্বের চলতি প্রেক্ষাপট অর্থনৈতিক কূটনীতির সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত। উন্নয়নশীল দেশের পাশাপাশি পৃথিবীর উন্নত দেশও এর সান্নিধ্য রক্ষা করে চলে। প্রকৃতপক্ষে একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন গতিশীল রাখতে পৃথিবীর দেশে দেশে অর্থনৈতিক কূটনীতি ও বৈদেশিক অর্থ সহযোগিতা , প্রযুক্তি ও জ্ঞান ভাগাভাগির মতো প্রাতিষ্ঠানিক রুপ পরিগ্রহ করছে।

এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে বাংলাদেশের ন্যায় স্বল্প উন্নত একটি দেশকে অর্থনৈতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত তৎপরতা অবলম্বন করতে হয়। সে আলোকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মদক্ষতা জনসমক্ষে তুলে ধরার ইতিবাচক প্রত্যয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ অধিক গুরুত্ব বহন করে। সঙ্গত কারণে বিগত বছরের ন্যায় এ বছরের প্রকাশনাটিও প্রশংসার দাবি রাখে।

প্রতিবেদনে ২০১৩অর্থ বছরে গৃ ২০১৪-হীত ও বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে বৈদেশিক অর্থায়নের যে তথ্যপূর্ণ চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে তা জনগণের কাছে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে একটি কার্যকরী পদক্ষেপের পরিচায়ক বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।
বর্তমান সরকারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম অনুসঙ্গ হচ্ছে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে দাঁড় করিয়ে দেয়া। এ জন্য প্রয়োজন উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন বিনিয়োগ। সে লক্ষ্য অর্জনে বৈদেশিক সহায়তা ব্যতীত শুধু অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সম্পদ আহরণের মাধ্যমে বিনিয়োগ চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সে বিবেচনায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সরকার অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের পাশাপাশি দ্বিমাত্রিক - ও বহুমাত্রিক বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে অর্থনৈতিক কূটনীতি প্রতিষ্ঠায় অধিক মনো সংযোগ করছে। কর্মতৎপরতার আধিক্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল ও প্রতিবেশী দেশ হতে এগিয়ে রয়েছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমার আশা হলো যে ,ব্যক্তি মালিকানা খাত এ বিষয়ে আরো তৎপর হবে।

২০১৩ ৫৮৪৫ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তা আহরণের আওতায় ২০১৪-মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি (কমিটমেন্ট) স্বাক্ষরিত হয়েছে। সংশোধিত বাষরইকি উন্নয়ন কর্মসূচচির (আরএডিপি)আওতায় প্রধান কর্মসূচিভূক্তি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ১৭৮টি বিনিয়োগ প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ২৬৯৩৮ কোটি টাকার মধ্যে ৮৬.বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ ছিল ১৭৬৫০কোটি টা ৫২.কা। এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে এ সরকারের গতিশীল উন্নযন পরিকল্পনা ,বৈদেশিক অর্থনৈতিক কূটনীতির দক্ষ কর্মতৎপরতা এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের পার্রদশিতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

দেশের বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা গতিশীল রাখতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মে নিয়োজিত সকলকেই জানাই আমার অকৃত্রিম শুভেচ্ছা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহনের জন্য জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে দেশ ও জাতির উন্নয়নে সকলের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অব্যাহত প্রচেষ্টার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩ ২০১৪-প্রকাশের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু।

আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি